ATHENA, VOLUME IV, JULY 2020 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 81-87
www.athenajournalcbm.in

সংস্কৃতশাস্ত্রে সাদৃশ্য ও সাধর্ম্য— শব্দদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ

শম্পা পাল*

প্রাপ্ত: ২৮/০৫/২০২০ পরিমার্জন: ০৯/০৬/২০২০ গৃহীত: ২৭/০৬/২০২০

সারসংক্ষেপ: *সংস্কৃতশাস্ত্রে সাদৃশ্যতত্ত্ব ও তৎসম্পৃক্ত সাধর্ম্য— পদদ্বয়ের গূঢ়ার্থ বাস্তবিকরূপে সহজগম্য হলেও, উভয় শব্দবন্ধের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। সাধারণ দৃষ্টিতে সাদৃশ্য ও সাধর্ম্যকে সমার্থক মনে হলেও, শাস্ত্রকারগণ উভয়ের সূক্ষ্ম ভেদ নিরূপণেও প্রযত্নশীল হয়েছেন। আমার আলোচ্য সাদৃশ্য ও সাধর্ম্য – শব্দদ্বয় উপমাবাচক। যে শব্দ কোন শক্তির দ্বারা সাধর্ম্য, সাদৃশ্য ও সাম্যাদি শব্দগুলির মধ্যে অন্যতরের বোধ ঘটাতে সক্ষম, তাকে বলা হয় উপমাবাচক শব্দ। শব্দের সাধর্ম্য, সাদৃশ্য ও সাম্য বিশিষ্ট ধর্মগুলিতে অন্যতরের বোধককে উপমাবাচক বলতে হবে। নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ‘সিদ্ধান্তমুক্তাবলী’ গ্রন্থে পরিভাষায় সাদৃশ্যের লক্ষণ দিয়েছেন – ‘তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গতভূয়ো ধর্মবত্ত্বম্’। অর্থাৎ উপমেয় উপমান (তদ্) থেকে ভিন্ন হলেও উপমেয়ে উপমানগত (তদ্গত) অনেকধর্ম থাকলে উপমেয় উপমানের সাদৃশ্য হয়। আলংকারিকগণ সাদৃশ্যকে অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকার করেছেন। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ তাহাকে সপ্ত পদার্থের অন্তর্গত সখণ্ডোপাধি বলে থাকেন। সমানধর্মের বিদ্যমানত্বের জন্য উপমান ও উপমেয়কে সমান ধর্ম বা সধর্মা বলে অভিহিত করা হয়। এই সধর্মার ভাবই হল সাধর্ম্য। আচার্য মম্মট এই সাধারণ ধর্মের সম্বন্ধ রূপ সাধর্ম্যকেই উপমা বলে স্বীকার করেছেন। ‘মুখং কমলমিব মনোহরমস্তি’ – এই উদাহরণে মনোহরত্ব পদ্মের (কমল) ধর্ম ও মুখেরও ধর্ম। সুতরাং, এটি সাধারণধর্ম। উপমানভূত কমল ও উপমেয়ভূত মুখের মনোহরত্বরূপ সাধারণধর্ম মুখ্যত সাধর্ম্য সম্বন্ধ। অতএব, উপমান ও উপমেয় এই সাধর্ম্য সম্বন্ধের অনুযোগী ও সাধারণধর্মের প্রতিযোগী – ‘উভয়ানুযোগী ধর্মঃ প্রতিযোগিকসম্বন্ধঃ সাধর্ম্যম্’। সংস্কৃত আলংকারিকদের মধ্যে কিছু আলংকারিক সাদৃশ্য ও সাধর্ম্য – এর মধ্যে ভেদ স্বীকার করেছেন, কিন্তু অনেকে উভয়কে একই পংক্তিভুক্ত করেছেন। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ সাদৃশ্য ও সাধর্ম্যের মধ্যে ভেদ স্বীকার করেছেন, কিন্তু তিনি সাদৃশ্যকেই উপমা বলেছেন। তুল্যাদি শব্দ কখনো কখনো উপমেয়ে সাদৃশ্যের বোধ ঘটাতে সক্ষম। অতএব, সাদৃশ্যের উপপত্তির জন্য আমাদের সাধর্ম্যের অনুসন্ধান করতে হবে। অর্থাৎ সাধর্ম্য ও সাদৃশ্য মুখ্যত সমধর্মী হলেও উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণতা লক্ষিত হয়।*

সূচক শব্দ: *সাধারণ ধর্ম, সাদৃশ্য, সাধর্ম্য, সাম্য, উপমা, কাব্যপ্রকাশ, বালবোধিনী টীকা।*

* পিএইচ.ডি. গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া।
e-mail: shampapaul.paul@gmail.com

সংস্কৃতশাস্ত্র অত্যন্ত গভীর ও দুরবগাহ। এই শাস্ত্রে বর্ণিত বহু তত্ত্ব আজও জ্ঞানের অতীত। শাস্ত্রকারগণ সেই সকল তত্ত্বাবলীর দুরূহস্থল পরিষ্কার করতে আজীবন ব্যয় করেছেন। বেদ-দর্শনাদি শাস্ত্রের কাঠিন্য সর্বজনবিদিত। তুলনামূলকভাবে অনেক আলোচকগণ কাব্যশাস্ত্রের সহজবোধ্যত্ব স্বীকার করেছেন – 'কাব্যবন্ধোঽভিজাতানাং হৃদয়াহ্লাদকারকঃ'[১]। কিন্তু কাব্যশাস্ত্রেও বহু স্থলাদিতে অত্যন্ত দুরূহতত্ত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। অনেক বিষয় আপাতদৃষ্টিতে সহজবোধ্য মনে হলেও শাস্ত্রদৃষ্টিতে তার গভীরত্ব অনস্বীকার্য। এখানে আলোচ্য এমনই একটি তত্ত্ব – সাদৃশ্যতত্ত্ব ও তৎসম্পর্কিত সাধর্ম্য – বাস্তবিকরূপে সহজগম্য হলেও, উভয় শব্দবন্ধের মধ্যেও পার্থক্য বর্তমান। সাধারণ দৃষ্টিতে সাদৃশ্য ও সাধর্ম্যকে সমার্থক মনে হলেও, শাস্ত্রকারগণ উভয়ের সূক্ষ্ম ভেদ নিরূপণেও প্রযত্নশীল হয়েছেন।

এই প্রবন্ধের আলোচ্য সাদৃশ্য ও সাধর্ম্য – শব্দদ্বয় উপমাবাচক। যে শব্দ কোন শক্তির দ্বারা সাধর্ম্য, সাদৃশ্য ও সাম্যাদি শব্দগুলির মধ্যে অন্যতরের বোধ ঘটাতে সক্ষম, তাকে বলা হয় উপমাবাচক শব্দ। সাধর্ম্য, সাদৃশ্য ও সাম্য বিশিষ্ট শব্দের ধর্মগুলিতে অন্যতরের বোধককে উপমাবাচক বলতে হবে। আচার্য দণ্ডী 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে উপমাবাচক বা সাদৃশ্যসূচক শব্দগুলির বিস্তৃত তালিকা প্রদান করেছেন[২] – ইব, বতি, বা, যথা, সমান, নিভ, সন্নিভ, তুল্য, সংকাশ, নিকাশ, প্রতিরূপক, প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রত্যনিক ইত্যাদি। কয়েকজন সংস্কৃত আলংকারিক সাদৃশ্য ও সাধর্ম্য শব্দদ্বয়ের মধ্যে ভেদ স্বীকার করলেও, অনেকে আবার উভয়কে একই পংক্তিভুক্ত করেছেন। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ সাদৃশ্য ও সাধর্ম্যের মধ্যে ভেদ স্বীকার করলেও, তিনি সাদৃশ্যকেই উপমা বলেছেন। তুল্যাদি শব্দ কখনো কখনো উপমেয়ে সাদৃশ্যের বোধ ঘটাতে সক্ষম। অতএব সাদৃশ্যের উপপত্তির জন্য আমাদের সাধর্ম্যের অনুসন্ধান করতে হবে। অর্থাৎ সাধর্ম্য ও সাদৃশ্য মুখ্যত সমধর্মী হলেও উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণতা লক্ষিত হয়।

ক. সাদৃশ্যের স্বরূপ

সাদৃশ্য শব্দটি বৈসাদৃশ্য বস্তুদ্বয়ের সদৃশতাকে বোঝায়। বস্তুদ্বয় যতই ভিন্ন হোক, কবিগণ তাঁর প্রাতিভশক্তির বলে দুটি বস্তুর মধ্যেই বর্তমান এমন ধর্মের উৎপত্তি করেন, যা বস্তুদুটিকে সাম্যতার সূত্রে গ্রথিত করেন।সাদৃশ্য, সাম্য, সারূপ্য, সাধর্ম্য একার্থবাচক শব্দ। বস্তুদ্বয়ের বাহ্য বৈসাদৃশ্য যত অধিক হবে, অলংকার তদ্রূপ সৌন্দর্য্যময় হয়ে স্বাভিধানকে সার্থক করবে অর্থাৎ নিজের নামের প্রতি সুবিচার করবে। সাদৃশ্য প্রতিপাদনের জন্য প্রাচীন ও অর্বাচীন প্রায় সকল আলংকারিকগণ উপমার লক্ষণ করতে গিয়ে সমানতার ভাবকে বোঝানোর জন্য কোন না কোন শব্দের প্রয়োগ করেছেন। অলংকারশাস্ত্রে উপমার বিভিন্ন লক্ষণগুলিতে মূলত তিনটি শব্দবন্ধের – সাদৃশ্য, সাম্য ও সাধর্ম্য প্রয়োগ লক্ষণীয়। উক্ত শব্দত্রয়কে আধার করে আলংকারিকগণকে তিনটি বর্গে বিভক্ত করা যেতে পারে –

(১) সাদৃশ্য শব্দের প্রয়োগ কর্তা – ভরত[৩], দণ্ডী[৪], অপ্পয় দীক্ষিত[৫], জগন্নাথ[৬]

(২) সাম্যশব্দের প্রয়োগ কর্তা – ভামহ[৭], বামন[৮], কুন্তক[৯], বিশ্বনাথ কবিরাজ[১০]

(৩) সাধর্ম্য শব্দের প্রয়োগ কর্তা – উদ্ভট[১১], মম্মট[১২], রুয্যক[১৩], হেমচন্দ্র[১৪]

আলংকারিকগণ কর্তৃক উল্লিখিত উপমালংকারের লক্ষণ সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলে প্রতীত হয় যে, সাধারণ ধর্ম বোঝানোর জন্য তাঁরা সাদৃশ্য, সাম্য, সাধর্ম্য প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করেছেন। কোষগ্রন্থ অনুসারে উপমা শব্দের পর্যায়বাচী অর্থ হল তুল্যতা, সমানতা বা সাদৃশ্য। তাই তো, আলংকারিকগণ উপমাকে সাদৃশ্যমূলক অলংকাররূপে স্বীকার করেছেন। ফলত, এই অলংকারে পদার্থদ্বয়ের মধ্যে সমানতার জন্য সহৃদয়ের হৃদয়ে যে সৌন্দর্যানুভূতি উৎপন্ন হয়, সেটিই প্রধান। অতএব, উপমার প্রাণই হল সাদৃশ্য ধর্ম। তবে সাদৃশ্যকে আলংকারিকগণ সাধর্ম্য বা সাম্য শব্দের পর্যায়বাচী রূপে স্বীকার করেছেন।

নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের পরিভাষায়, সাদৃশ্যের লক্ষণ হল – 'তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গতভূয়ো ধর্মবত্ত্বম্'[১৫]।

অর্থাৎ উপমেয় উপমান (তদ্) থেকে ভিন্ন হলেও উপমেয়ে উপমানগত (তদ্গত) অনেকধর্ম থাকলে উপমেয় উপমানের সাদৃশ্য হয়। উপমান ও উপমেয় দুটি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ। সুতরাং, উপমেয়ের উপমানের সাথে ভিন্নতা থাকে কিন্তু এই দুটি ভিন্ন হলেও যদি উপমেয়ে উপমানগত অনেক ধর্ম বিদ্যমান থাকে, তাহলে উপমেয়ে উপমানের সাদৃশ্যের প্রতীতি হবে। যেমন, 'মুখচন্দ্রঃ প্রকাশতে' – এই উদাহরণটিতে মুখ ও পদ্মের সাদৃশ্য বিদ্যমান। দুটিই ভিন্ন পদার্থ কিন্তু উপমানের কিছু ধর্ম এমন থাকে, যা উপমেয়তেও পরিলক্ষিত হয়, সেটিকে অবলম্বন করে উপমেয়ে উপমানের সাদৃশ্য বোঝানো হয়।এই সাদৃশ্য ধর্মটি সৌন্দর্য বা আহ্লাদকত্বের জনক। সাদৃশ্যের পূর্বলক্ষণানুসারে মুখ ও পদ্মের সাদৃশ্যকে কিয়ৎ পরিবর্তন করে বলতে পারি, 'কমলভিন্নত্বে সতি কমলগতসৌন্দর্যবত্ত্বং মুখে কমলসাদৃশ্যম্'। এখানে উপমেয়ভূত মুখ উপমানভূত কমল থেকে বিলক্ষণ। তথাপি কমলগত সৌন্দর্য মুখেও বিদ্যমান। অতএব, কমলনিষ্ঠ সৌন্দর্য মুখে বিদ্যমান থাকায় মুখে কমলের (পদ্ম) সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যটি উপমেয়ভূত মুখে থাকে। অর্থাৎ উপমেয় সাদৃশ্যধর্মের অনুযোগী এবং উপমান হল তার প্রতিযোগী। সাদৃশ্যের অপর একটি লক্ষণও উপলব্ধ হয় – 'উপমেয়ানুযোগিকোপমানপ্রতিযোগিকঃ সম্বন্ধঃ সাদৃশ্যম্'[১৬]। বামনাচার্য কাব্যপ্রকাশের 'বালবোধিনী' শীর্ষক ব্যাখ্যায় স্বাভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, উপমান সাদৃশ্যসম্বন্ধের প্রতিযোগী ও উপমেয়ের অনুযোগী থাকে।

আলংকারিকগণ সাদৃশ্যকে অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকার করেছেন। কিন্তু প্রাচীন নৈয়ায়িক গৌতম সাদৃশ্যের পদার্থান্তরত্ব স্বীকার করলেও নব্য নৈয়ায়িকগণ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত সখণ্ডোপাধিরূপে সাদৃশ্যকে ব্যাখ্যা করেছেন।

খ. সাধর্ম্যের স্বরূপ

উপমান ও উপমেয় – এই দুই ভিন্ন পদার্থে এমন একটি ধর্ম বিদ্যমান, যা দুটি পদার্থের সাথে সমানরূপে সম্পৃক্ত। এই ধর্মই হল সাধারণধর্ম। এই ধর্মের দ্বারাই উপমানের সাথে উপমেয়ের তুলনা করা হয় – 'উভয়ত্র (উপমানে উপমেয়ে চ) সংগতো ধর্মঃ সাধারণো ধর্মঃ, যস্য ধর্মস্য সম্বন্ধাৎ তেন সহ যদুপমীয়তে স সাধারণো ধর্মঃ'[১৭]।

যেমন, 'মুখং কমলমিব মনোহরমস্তি' – এখানে কমল (পদ্ম) মনোহারিত্বের জন্য প্রসিদ্ধ, কিন্তু এই ধর্মটি মুখেও সমরূপে বিদ্যমান। অতএব মনোহারিত্বের জন্য প্রসিদ্ধ কমলের মনোহরত্বরূপ ধর্মের সম্বন্ধের দ্বারা মুখের উপমা দেওয়া হয়েছে। অতএব, মনোহরত্ব হল সাধারণ ধর্ম। এই ধর্মটি গুণগত হতে পারে আবার ক্রিয়াগত রূপেও ব্যবহৃত হতে পারে। এই সমানধর্মের বিদ্যমানত্বের জন্য উপমান ও উপমেয়কে সমান ধর্ম বা সধর্মা বলে অভিহিত করা হয়। এই সধর্মার ভাবই হল সাধর্ম্য। অর্থাৎ উপমান ও উপমেয়ের সমান ধর্মের সাথে সম্বন্ধ থাকে – 'সমানঃ একঃ তুল্যো বা ধর্মো গুণক্রিয়াদিরূপো যয়োঃ (অর্থাদ্ উপমানোপমেয়য়োঃ) তাং সধর্মাণাং তয়োর্ভাবঃ সাধর্ম্যম্ উপমানোপমেয়য়োঃ সমানধর্মেণ সহ সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ'[১৮]।

এখানে 'সধর্মাণাম্' – এই সমস্তপদটি বহুব্রীহি সমাসগর্ভ। এখানে ভাবার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয় যোগে সাধর্ম্য পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে। সমান ধর্মের দুটি সম্বন্ধীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাকেই সাধর্ম্য বলে। ভর্তৃহরি 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে বলেছেন, কৃৎ, তদ্ধিত ও সমাসের দ্বারা ভাবপ্রত্যয় হলে সম্বন্ধের অভিধান হয়। এই সম্বন্ধটি হল উপমা এবং এইটি উপমান ও উপমেয়ের সমান ধর্মের দ্বারা সম্বন্ধকে বোঝাচ্ছে। আচার্য মম্মট এই সাধারণ ধর্মের সম্বন্ধ রূপ সাধর্ম্যকেই উপমা বলে স্বীকার করেছেন।

আচার্য মম্মট তাঁর 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থে উপমার যে লক্ষণ দিয়েছেন - 'সাধর্ম্যমুপমা ভেদে'[১৯], তার বৃত্তিতে বলা হয়েছে, উপমান ও উপমেয়ের সাধর্ম্য উপমা, তা কিন্তু কার্য্য ও কারণাদির নয় – 'উপমানোপমেয়য়োরেব ন তু কার্য্যকারণাদিকয়োঃ সাধর্ম্যং ভবতীতি তয়োরেব সমানেন ধর্মেণ সম্বন্ধ উপমা'[২০]। এই বৃত্তির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে টীকাকার বামনাচার্য্য ঝলকীকর বললেন, সমান ধর্মরূপ প্রতিযোগী উপমানরূপ ও অনুযোগী উপমেয়রূপ এদের সাধর্ম্যের সম্বন্ধ হয়, কার্য-কারণাদির নয়।

মম্মট ও ঝলকীকর কারণ ও কার্যের সাধর্ম্যকে স্বীকার করেননি। তবে কার্য ও কারণের মধ্যে সম্বন্ধ হতে পারে।

যেমন, পট ও তন্তুর মধ্যে কার্য-কারণভাব বিদ্যমান। তন্তু কারণ এবং পট তার কার্য। যদি তন্তু পীতবর্ণের হয়, তবে পটও পীতবর্ণবিশিষ্ট হবে। কারণ, পীতত্ব পট ও তন্তুর সাধর্ম্য। অতএব, কার্য ও কারণের মধ্যেও সাধর্ম্য হয়। তবে একথা স্বীকার্য যে, এই সাধর্ম্যে কিন্তু উপমা হবে না।

যখন কার্য কারণের গুণানুসারী গুণ হয়[২১] এবং কারণ ও কার্যের মধ্যে সাধর্ম্য সম্বন্ধের প্রাপ্তি হয়, তখন উপমা হতে পারে – একথা যথার্থ নয়। কারণ এই যে, কেবল কারণ ও কার্যের সাধর্ম্যে কবিপ্রতিভোদ্ভাবিত চমৎকার উৎপন্ন হয় না, অতএব চমৎকারী সাধর্ম্যের দ্বারা অলংকারত্বের সিদ্ধি হয় না। যখন চমৎকারী সাধর্ম্যকেই উপমা বলে মেনে নিতে হয়, তখন কারণ ও কার্যের অনুপস্থিতি থাকে। সুতরাং, কারণ ও কার্যের সাধর্ম্যকে উপমা বলা যুক্তিসঙ্গত নয় – 'ন চ কারণগুণানুসারী কার্যে গুণ ইতি ব্যবহারাৎ কার্য-কারণাদিকয়োরপি সাধর্ম্যমস্তি এবেতি বাচ্যম্। কবিপ্রতিভাকল্পিতাংশাভাবেন তস্যানলংকারত্বাৎ'[২২]।

যেখানে কারণ ও কার্যাদির চমৎকারিত্বরূপ সাধর্ম্য উপস্থিত থাকে, সেখানে কারণ ও কার্য – দুটির উপমানোপমেয়তা ও উপমালংকার হতেই পারে। যেমন, 'পিতেব পুত্রঃ সগুণঃ স আসীৎ'। এখানে কার্য-কারণভাবাপন্ন পিতা এবং পুত্রের উপমানোপমেয় ভাবের কল্পনা করা হয়েছে বলেই উপমালংকার হয়েছে। এখানে উপমান ও উপমেয়ের সাধর্ম্য চমৎকারজনক হয়েছে।

এই প্রকার চমৎকারী সাধর্ম্যবিশিষ্ট স্থলগুলিতে কারণ ও কার্যের উপমানোপমেয়তা ও উপমা অলংকার বিবক্ষিত থাকে – 'যত্র তু কার্য-কারণাদিকয়োরপি তাদৃশং সাদৃশ্যমস্তি যথা পিতেব পুত্র সগুণঃ স আসীৎ ইত্যাদ্যৌ তত্র তয়োঃ কার্য-কারণয়োঃ উপমানোপমেয়ত্বমুপমালংকারশ্চ এবেতি ভাবঃ'[২৩]। অতএব, কারণ ও কার্যের সাধর্ম্য উপমা হওয়ায় উপমান ও উপমেয় থাকা আবশ্যক।

বামনাচার্য 'বালবোধিনী' টীকায় 'পিতেব পুত্রঃ সগুণঃ স আসীৎ' এবং 'পুত্রং লভস্বাত্মগুণানুরূপং ভবন্তমীড্যং ভবতঃ পিতেব'[২৪] ইত্যাদি উদাহরণে চমৎকারবিশিষ্ট সাধর্ম্য দ্বারা কারণ ও কার্যের উপমানতা ও উপমেয়তা এবং উপমালংকারের উদাহরণ দিয়েছেন।

যে কোন প্রকার সম্বন্ধ সর্বদা সম্বন্ধীদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। যেমন, 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' – এখানে রাজা ও পুরুষের মধ্যে স্বস্বামিভাব সম্বন্ধ আছে। এখানে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থে এই সম্বন্ধ বিহিত। যদিও ষষ্ঠী বিভক্তি 'রাজস্' পদের বিশেষণ এবং তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। তাতেই স্বস্বামিভাব সম্বন্ধেরও প্রতীতি হয়। ফলত, সে রাজা ও পুরুষের মধ্যে স্বস্বামিভাব সম্বন্ধের প্রতীতি হচ্ছে। রাজা এই সম্বন্ধের বিশেষণ – অর্থাৎ প্রতিযোগী রূপে বিহিত। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, সাধর্ম্য সম্বন্ধের প্রতিযোগী কে? বা অনুযোগীই বা কে? উত্তরে বলা যায় যে, সাধারণ ধর্ম প্রতিযোগী আছে এবং উপমান ও উপমেয়ের অনুযোগী – 'ননু সাধর্ম্যং হি সম্বন্ধবিশেষঃ সম্বন্ধশ্চৈকপ্রতিযোগিকপরাণুযোগিক এব নিয়তঃ, যথা রাজ্ঞঃ পুরুষ ইত্যত্র রাজপুরুষয়োঃ স্বস্বামিভাবসম্বন্ধঃ। তস্য চ রাজা প্রতিযোগী পুরুষানুযোগী তথা চাত্র সাধর্ম্যাখ্যসম্বন্ধস্য কা প্রতিযোগ্যনুযোগিনাবিতি যত্র সাধারণধর্মঃ প্রতিযোগী, উপমানোপমেয়ং চেতি দ্বাবপ্যনুযোগিনাবিতি গৃহাণ'[২৫]। যেমন, 'মুখং কমলমিব মনোহরমস্তি' – এই উদাহরণে মনোহরত্ব পদ্মের (কমল) ধর্ম ও মুখেরও ধর্ম। সুতরাং, এটি সাধারণধর্ম। উপমানভূত কমল ও উপমেয়ভূত মুখের মনোহরত্বরূপ সাধারণধর্ম মুখ্যত সাধর্ম্য সম্বন্ধ। অতএব, উপমান ও উপমেয় এই সাধর্ম্য সম্বন্ধের অনুযোগী ও সাধারণধর্মের প্রতিযোগী- 'উভয়ানুযোগী ধর্মঃ প্রতিযোগিকসম্বন্ধঃ সাধর্ম্যম্'[২৬]। পরমানন্দ চক্রবর্তী তাঁর 'কাব্যপ্রকাশবিস্তারিকা' টীকায় বললেন, 'অস্য চ সাধর্ম্যস্যোপমানমুপমেয়শ্চ দ্বাবপ্যনুযোগিনৌ'[২৭]। বালবোধিনীকার বামনাচার্যও একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন— 'এবঞ্চ যঃ সাধারণধর্মপ্রতিযোগিকঃ উপমানোপমেয়ময়ানুযোগিকঃ সম্বন্ধঃ স সাধর্ম্যমিত্যুচ্যতে'[২৮]।

গ. সাদৃশ্য ও সাধর্ম্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

সাদৃশ্য ও সাধর্ম্যের মধ্যে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান কিনা এই বিষয়ে বিদ্বান্ মহলে মতপার্থক্য বিদ্যমান। সাম্য পদার্থ সাদৃশ্য ও সাধর্ম্য থেকে ভিন্ন নয় – এই দুটির মধ্যে যে কোন একটিতে এর অন্তর্ভাব থাকে। অতএব, সাদৃশ্য ও সাধর্ম্যে অভেদ ও ভেদের সম্বন্ধে বিবেচনার পূর্বে সাম্যের অন্তর্ভাব সম্বন্ধ বিবেচনা করা আবশ্যক।

অলংকারশাস্ত্রে সাম্যের প্রয়োগ সাদৃশ্য ও সাধর্ম্য – উভয় অর্থেই উপলব্ধ হয়। সুতরাং, দুটির মধ্যে যে কোন একটিতে তার অন্তর্ভাব হতে পারে। অমরকোষ অনুসারে, সাম্য শব্দের অর্থ সাদৃশ্য। সুতরাং, সংকেতের দৃষ্টি থেকে সাম্যের অন্তর্ভাব সাদৃশ্যে প্রযোজ্য হবে। ঝলকীকর বৃত্তিগত সাদৃশ্যের অর্থ সাম্য করেছেন – 'সাদৃশ্যমিতি। সাম্যমিত্যর্থঃ'[২৯]। অর্থাৎ নিষ্কর্ষ এই যে, সাদৃশ্য শব্দ সাম্যের এবং সাম্য শব্দ সাদৃশ্যের বাচক।

উপমালংকার সাদৃশ্যমূলক অলংকারসমূহের উপজীব্য[৩০] হওয়ায় যেখানে সাদৃশ্য বাচ্য হয়, সেখানেও উপমালংকারের সত্তা থাকবে। এই প্রসঙ্গে সাম্য শব্দের সাদৃশ্য অর্থরূপে ব্যবহার যুক্তিপূর্ণ। আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে, সাম্য ও সাদৃশ্য পর্যায়বাচী। বস্তুত, মম্মট, বিশ্বনাথ কবিরাজ ও ঝলকীকরের মতে, সাম্যকে সাদৃশ্যার্থে জ্ঞাতার্থ করতে হবে। আলংকারিকগণ কোন কোন ক্ষেত্রে সাম্যের প্রয়োগ সাধর্ম্যার্থেও করেছেন। অর্থাৎ সাধর্ম্যতেও সাম্যের অন্তর্ভাব উপলব্ধি হয়।আচার্য মম্মট আর্থী উপমার বিবেচনা প্রসঙ্গে সাধর্ম্যার্থে সাম্য শব্দের প্রয়োগ করেছেন। তবে মম্মট সাধর্ম্যে উপমাকে অস্বীকার করেছেন। ঝলকীকর সাম্যার্থে সাধর্ম্যকে প্রয়োগ করেছেন – 'সাম্যেতি সময়োঃ সাধারণধর্মসম্বন্ধবতাভাবঃ সাম্যং সাধারণধর্মসম্বন্ধরূপং সাধর্ম্যং, তস্য পর্যালোচনয়ানুসংধানেনেত্যর্থঃ'[৩১]।

সাম্যের সাদৃশ্যে অন্তর্ভাব হওয়া উচিৎ কিন্তু আচার্য মম্মট সাদৃশ্য ও সাধর্ম্য – দুটি অর্থে সাম্য শব্দের দ্ব্যর্থক প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ সাম্য শব্দটি কোথাও সাদৃশ্য স্থলে কোথাও আবার সাধর্ম্য স্থলে প্রযুক্ত হয়েছে। যাই হোক, সাম্যে, সাদৃশ্যে অথবা সাধর্ম্যে যে কোন একটিতে অন্তর্ভাব করা যেতে পারে। এটি সাদৃশ্য অথবা সাধর্ম্য থেকে ভিন্ন তৃতীয় পদার্থ নয়।

নব্য নৈয়ায়িকগণ সাদৃশ্য ও সাধর্ম্যের মধ্যে অভেদ স্বীকার করেছেন। তাঁরা সাদৃশ্যকে অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকার করেন নি। যেখানে উপমেয় থেকে উপমানের ভিন্নতা থাকলেও উপমানগত অনেক ধর্ম উপমেয়ে উপস্থিত থাকে, সেখানে উপমেয়ে উপমানের সাদৃশ্য হবে। যেমন, 'চন্দ্রবন্মুখম্' – এখানে মুখ ও চন্দ্রমার সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। অন্যভাবেও বলতে পারি, 'চন্দ্রভিন্নত্বে সতি চন্দ্রগতাহ্লাদকত্বাদিস্তন্মুখে চন্দ্রসাদৃশ্যম্'।

নব্যনৈয়ায়িকগণ সাদৃশ্যকে অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকার না করলেও দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থে তার অন্তর্ভাব স্বীকার করেছেন। সাদৃশ্য ও সাধর্ম্যের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করেননি। কিন্তু বৈয়াকরণগণ ও আলংকারিকগণ সাদৃশ্যকে সাধর্ম্য থেকে অতিরিক্ত বলে স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে, সাদৃশ্য ও সাধর্ম্যের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান এবং সাধর্ম্য সাদৃশ্যের প্রয়োজক হবে। তাদের মধ্যে প্রযোজ্য-প্রযোজকভাব সম্বন্ধ আছে।

বৈয়াকরণ নাগেশভট্ট তাঁর 'লঘুমঞ্জুষা' গ্রন্থে স্পষ্টতই বলেছেন, সাদৃশ্যাদি পদসমূহের প্রয়োগ হলে সাদৃশ্যের প্রতীতি বাচ্য বা শাব্দী হয় এবং সাদৃশ্য প্রতীতি হলে আর্থী। সাদৃশ্য সাধারণ ধর্ম সম্বন্ধ প্রযোজ্য একটি পদার্থ এবং সদৃশ শব্দের শক্যতাবচ্ছেদকরূপে সিদ্ধ। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সাদৃশ্য ও সাধর্ম্য ভিন্ন বস্তু। সাদৃশ্যের ব্যঞ্জকধর্ম সাধর্ম্য এবং সাধর্ম্যের ব্যঞ্জকধর্ম সাদৃশ্য।

কাব্যপ্রকাশের 'বালবোধিনী' টীকায় বামনাচার্য সাদৃশ্য ও সাধর্ম্যের ভেদ স্বীকার করেছেন। তিনি মূলত অভেদবাদিদের মতের খণ্ডন করেছেন –

প্রথমত, সাদৃশ্য ও সাধর্ম্যের মধ্যে অভেদ স্বীকার করা হলে উপমার শ্রৌতী ও আর্থী ভেদ উপপন্ন হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, সাদৃশ্য ও সাধর্ম্যের মধ্যে অভেদ হলে সাদৃশ্যও উপমা হবে এবং উভয়ের অভেদত্ব স্বীকার করলে ইবাদি ও তুল্যাদি দুইপ্রকার উপমাপ্রতিপাদক স্থলগুলিতে সাদৃশ্যের বাচ্য হলে উপমার কেবলমাত্র শ্রৌতী ভেদ হবে, আর্থী হবে

না। সুতরাং, সাদৃশ্য ও সাধর্ম্যের ভেদ অবশ্যই স্বীকার্য।

তৃতীয়ত, সাদৃশ্যের লক্ষণ থেকে স্পষ্টতই প্রতীত হয় যে, উপমেয়ের কিছু ধর্ম উপমানগত ধর্মেও বিদ্যমান থাকে। সাদৃশ্যের সাধারণ ধর্মকে অবলম্বন করে উপমেয়ের উপমানের সাথে সমানতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যেখানে গুণ, ক্রিয়া অথবা শব্দ সাম্যরূপে এক সমানধর্মের সম্বন্ধ উপমান ও উপমেয় – দুটিতেই থাকে, সেখানেই সাধর্ম্য হয়।

সূত্র নির্দেশ:

১. মুখোপাধ্যায়, অঞ্জলিকা, (২০১০), (সম্পা.), *রাজানক কুন্তকাচার্য রচিত বক্রোক্তিজীবিতম্*, সদেশ, কারিকা –১.৩ (খ), পৃ. ৬।

২. চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময়ী, (১৯৯৫), (সম্পা.), *শ্রীদণ্ড্যাচার্য্যবিরচিতঃ কাব্যাদর্শঃ*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২.৪৭-৬৫.

৩. 'যৎকিঞ্চিৎ কাব্যবন্ধেষু সাদৃশ্যেনোপমীয়তে।

উপমা নাম বিজ্ঞেয়া গুণাকৃতিসমাশ্রয়া।।' - Ghosh, Manmohan, (1967). (Ed.). *The N*ātyaśāstra (Ascribed to Bharata Muni), (Vol.I), Manisha Granthalaya Private Limited, 17.44.

৪. 'যথাকথঞ্চিৎ সাদৃশ্যং যত্রোদ্ভূতং প্রতীয়তে।

উপমা নাম সা, তস্যাঃ প্রপঞ্চোঽয়ং নিদর্শ্যতে।।' - চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময়ী, (১৯৯৫), *পূর্বোক্ত*, ২.১৪, পৃ. ২৩০।

৫. 'স্বনিষেধাপর্যবসায়ি সাদৃশ্যমুপমা।'-Misra, Jagadis Chandra, (1971). (Ed.). *Citramīmansā of Appaya Dīkṣita*, Chowkhamba Sanskrit Series Office, p. 78.

৬. 'সাদৃশ্যং সুন্দরং বাক্যার্থোপস্কারকমুপমালংকৃতিঃ।' - Ojha, Kedarnath, (1981). (Ed.). *Rasagaṅgādhara of Paṇditarāja Jagannātha* (Part II), Sampurnananda Sanskrit Vishvavidyalaya, p. 211.

৭. 'বিরুদ্ধেনোপমানেন দেশকালক্রিয়াদিভিঃ।

উপমেয়স্য যৎ সাম্যং গুণলেশেন সোপমা।।' - শর্মা, রামানন্দঃ, (২০১৩), (সম্পা.), *আদ্যাচার্য ভামহ বিরচিতঃ কাব্যালংকারঃ*, চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ্ আফিস্, ২.৩০, পৃ. ৯৩।

৮. 'উপমানোপমেয়স্য গুণলেশতঃ সাম্যমুপমা।।' - শাস্ত্রী, পং.শ্রী হরগোবিন্দ, (২০০৫), (সম্পা.), *কাব্যালংকারসূত্রাণি (আচার্যবর-বামনবিরচিতানি)*, চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ৪.২.১, পৃ. ১৪৫।

৯. 'বস্তুনঃ কেনচিৎ সাম্যং তদুৎকর্ষবতোপমা।' - মিশ্র, শ্রীরাধেশ্যাম, (১৯৯৮), (সম্পা.), *শ্রীমদ্রাজানককুন্তকবিরচিতং বক্রোক্তিজীবিতম্*, (সটিপ্পণ, 'প্রকাশ' হিন্দীব্যাখ্যোপেতম্), চৌখম্ভা সংস্কৃত সংস্থান, ৩.২৮(খ), পৃ. ৩৬৯।

১০. 'সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ।' - পাল, বিপদভঞ্জন, (১৪১৪ বঙ্গাব্দ), (সম্পা.), *অলংকারবিচিন্তা*, সদেশ, পৃ. ৩২।

১১. 'যচ্চেতোহারি সাধর্ম্যমুপমানোপমেয়য়োঃ।

মিথো বিভিন্নকালাদিশব্দয়োরুপমা তু তৎ।।' Banhatti, Narayana Daso, (1982). (Ed.). *Kāvyalaṅkāra Sāra Saṅgraha of Udbhaṭa*, Bhandarkar Oriental Research Institute, 1.15.

১২. 'সাধর্ম্যমুপমা ভেদে।' - করমরকরোপাহ্বেন দামোদরাত্মজেন রঘুনাথেন সংশোধিতঃ, (১৯৫০), *মম্মটাচার্যবিরচিতঃ কাব্যপ্রকাশঃ,* ভাণ্ডারকরপ্রাচ্যবিদ্যাসংশোধনমন্দিরম্, ১০.৮৭, পৃ. ৫৪০।

১৩. 'উপমানোপমেয়য়োঃ সাধর্ম্যে ভেদাভেদতুল্যত্বে উপমা।'- Janaki, S. S. & Raghavan, V. (1965). (Ed.). *Alaṁkāra-sarvasva of Ruyyaka*, Meharchand Lachhmandas, p. 25.

১৪. 'হৃদ্যং সাধর্ম্যমুপমা।'- Sharma, Ramanand, (2018). (Ed.). *Kāvyanuśāsanam of Ācharya Hemachandra*, Chowkhamba Krishnadas Academy, 6.1.

১৫. ভট্টাচার্য, শ্রীশ্রীমোহন এবং ভট্টাচার্য, শ্রীদীনেশ চন্দ্র, (১৩৮৩ বঙ্গাব্দ), *ভারতীয় দর্শন কোষ* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, পৃ. ১৭৫।

১৬. করমরকরোপাহ্বেন দামোদরাত্মজেন রঘুনাথেন সংশোধিতঃ, (১৯৫০), *মম্মটাচার্যবিরচিতঃ কাব্যপ্রকাশঃ,* ভাণ্ডারকরপ্রাচ্যবিদ্যাসংশোধনমন্দিরম্, পৃ. ৫৪১।

১৭. *তদেব,* বালবোধিনী টীকা, পৃ. ৫৪৫।

১৮. *তদেব,* পৃ. ৫৪০।

১৯. *তদেব,* পৃ. ৫৪০।

২০. *তদেব,* সূত্র ১২৪, বৃত্তি, পৃ. ৫৪৪।

২১. 'কারণগুণানুসারী কার্যে গুণঃ।'- *তদেব,* বালবোধিনী টীকা, পৃ. ৫৪৪।

২২. *তদেব।*

২৩. *তদেব,* বালবোধিনী টীকা, পৃ. ৫৪৪।

২৪. *তদেব।*

২৫. করমরকরোপাহ্বেন দামোদরাত্মজেন রঘুনাথেন সংশোধিতঃ, (১৯৫০), *পূর্বোক্ত,* বালবোধিনী টীকা, পৃ. ৫৪১।

২৬. *তদেব।*

২৭. গোস্বামী, বিজয়া, (২০০৭), (সম্পা.), *মম্মটভট্ট রচিত কাব্যপ্রকাশ* (নবম ও দশম উল্লাস), সদেশ, পৃ. ৪৬।

২৮. করমরকরোপাহ্বেন দামোদরাত্মজেন রঘুনাথেন সংশোধিতঃ, (১৯৫০), *পূর্বোক্ত,* বালবোধিনী টীকা, পৃ. ৫৪১।

২৯. *তদেব,* বালবোধিনী টীকা, পৃ. ৪৯৬।

৩০. 'অথাবসরপ্রাপ্তেষ্বর্থালংকারেষু প্রাধান্যাৎ সাদৃশ্যমূলেষু লক্ষিতব্যেষু তেষামপ্যুপজীব্যত্বেন প্রথমমুপমালংকারমাহ'। -ভট্টাচার্য, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ, (১৮৭৫), (সম্পা.), *সাহিত্যদর্পণঃ শ্রীমদ্বিশ্বনাথকবিরাজপ্রণীতঃ,* সিদ্ধান্তবিদ্যালয়ঃ, পৃ. ৫৯৬।

৩১. করমরকরোপাহ্বেন দামোদরাত্মজেন রঘুনাথেন সংশোধিতঃ, (১৯৫০), *পূর্বোক্ত,* ১০.১০৬।